# গ্রামীন নারীকে ক্ষমতায়িত করি - ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি

## আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০১২

আজ ৮মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ১৮৫৭ সালে এই দিনে নিউইয়র্ক শহরের বস্ত্রকলের নারী শ্রমিকেরা বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় নির্ধারন ও কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ উন্নয়নের দাবিতে রাজপথে নেমে এসেছিল। সেদিন মালিক শ্রেণীর অমানবিক নির্যাতনও নারী শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার আদায়ের প্রতিবাদী কণ্ঠকে স্তব্ধ করতে পারেনি। বরং নির্যাতিত নারী শ্রমিকদের সেই দুঃসাহসী প্রতিবাদই হয়ে উঠেছে নারী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস। ১৯১০ সালে ১৭টি দেশের নারী সংগঠকদের অংশগ্রহণে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত নারীদের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক কংগ্রেসে নারী নেত্রী ক্লারা জেৎকিনের প্রস্তাব অনুসারে একটি দিন নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘ ১৯৭৫ সালকে "আন্তর্জাতিক নারী বর্ষ" এবং ৮ মার্চকে "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসাবে ঘোষণা দেয়। তখন থেকেই সব দেশে দিবসটি উদযাপিত হয়ে আসছে। এ বছর **"গ্রামীন নারীকে ক্ষমতায়িত করি-ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মুক্ত দেশ গড়ি"**-এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে আমরা পালন করছি আন্তর্জাতিক নারী দিবস।

বিগত দশক থেকে বৈশ্বিক পর্যায়ে সকল সম্মেলনে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হয়ে আসছে। রিওতে ধরিত্রী সম্মেলন, ভিয়েনায় মানবাধিকার সম্মেলন ও কোপেনহেগেনে সামাজিক শীর্ষ সম্মেলনসহ বৈশ্বিক পর্যায়ে সকল সম্মেলনেই নারীর ক্ষমতায়নের কথা অগ্রাধিকার পেয়েছে। বিশেষ করে গ্রামীন নারীর ক্ষমতায়নের জন্য পরিবার থেকে রাষ্ট্রের সকল নীতি নির্ধারনী পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ জরুরী বলে বিবেচিত হয়েছে। "সিডও" ধারা-৭ ও বেইজিং পিএফএ'তেও সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহনকে নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার সিডও, অপশোনাল প্রটোকল অন সিডও এবং বেইজিং পিএফএ স্বাক্ষর করেছে। এর আলোকে প্রণীত হয়েছে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১। নীতিমালায় গ্রামীন নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ, রাজনীতির মূলধারায় নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরি, নারীর সমানাধিকার, সম্পত্তিতে উওরাধিকার, গুরুত্বপূর্ণ উচ্চপদে নারীদের নিয়োগের মাধ্যমে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পরিকল্পনা বা উদ্যোগ না থাকায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি ব্যহত হচ্ছে।

উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে সরাসরি নির্বাচনের মাধ্যমে নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন ইতিবাচক হলেও, পরবর্তীতে নির্বাচিত নারী প্রতিনিধিদের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব না দেওয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। নারীর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগে কতিপয় পুরুষের অনীহা, জাতীয় নির্বাচনে নারীদের মনোয়ন দানে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির সদিচ্ছার অভাব, পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ইত্যাদি নারীর ক্ষমতায়নের পথে মূল অন্তরায় বলা যেতে পারে।

টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত নারী-পুরুষের সমতা হলেও সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। কর্মক্ষেত্রে নারীর মজুরী অনেকক্ষেত্রেই পুরুষের চেয়ে অনেক কম। আন্তর্জাতিক ট্রেড ইউনিয়ন কনফেডারেশনের সর্বশেষ রিপোর্ট মোতাবেক, বিশ্বে পুরুষের চেয়ে নারী শতকরা ১৬ ভাগ কম পারিশ্রমিক পায়। এক গবেষণায় বলা হয়েছে, পৃথিবীতে নারীরা শতকরা ৬৫ ভাগ কাজ করলেও আয় মাত্র ১০ ভাগ। অন্যদিকে, সংখ্যানুপাতে নারী-পুরুষ প্রায় সমান হলেও পৃথিবীর মোট সম্পদের মাত্র ১ ভাগের মালিক নারী। ২০০৬ সালের এক গবেষণায় বলা হয়, বাংলাদেশের নারীরা প্রায় ৪৫ রকম গৃহস্থালি কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং নারীদের এ কাজের আর্থিক মূল্য ৯১ বিলিয়ন ডলার, ঐ বছরে জিডিপি'র দেড়গুণ। জাতীয় ও পারিবারিক অর্থনীতিতে নারীর অসামান্য অবদানকে স্বীকার করা হয় না বলে নারীকে নানাভাবে বঞ্চিত করা হয়। নির্যাতনের ক্ষেত্রে এই পরিসংখ্যানের রূপ আরও ভয়াবহ। দক্ষিণ এশিয়ায় ৫০ভাগ নারী নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এবং ৬০ ভাগ নির্যাতিত নারীই এই নির্যাতনের ব্যাপারে নীরব থাকে।

উপরোক্ত তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করলে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, যুগ যুগ ধরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নারীর প্রতি বৈষম্য এবং সামগ্রিক উন্নয়নে নারীর অবদানকে যথাযথভাবে মর্যাদা প্রদর্শন না করা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এভাবে চলতে থাকলে নারীর ক্ষমতায়নের স্বপ্ন রয়ে যাবে সুদূরপরাহত। তাই পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নারী সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের জন্য আমরা চাই-

- জিডিপিসহ জাতীয় অর্থনীতিতে নারীর গৃহস্থালী কাজের অবদানকে অন্তর্ভুক্ত এবং নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা হোক;
- এসিডসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক;
- নারীর প্রতি সহিংসতারোধে সরকারি ও বেসরকারি সকল পর্যায়েই মনিটরিং ও ফলোআপের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক;
- নারীর প্রতি সহিংসতাকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘটনা হিসাবে দেখার প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হোক;
- প্রস্তাবিত ইউনিফর্ম ফ্যামিলি কোড-এর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হোক;
- নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হোক;
- প্রয়োজনীয় নতুন আইন প্রণয়ন ও আইনের কার্যকর প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ এবং যৌতুক গ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হোক;
- গ্রামীন নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া হোক;

আসুন, ৮ মার্চের প্রেরণাকে আমাদের চেতনা ও কর্মে ধারণ করি।

**প্রচারে: জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম**

**সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন**